ডাঃ রত্না দে নাগ,
মাননীয়া পরিবেশ মন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

মহাশয়া,

বিষয় : ভয়াবহ আক্রমণের মুখে রাজ্যের কৃষিজমি

ইঁটভাটাকে খনিশিল্পের মধ্যে ধরা হয়ে থাকে । ভাটা তৈরি করতে গেলে তাই পরিবেশ দফতরের ছাড়পত্র থাকাটা আবশ্যিক । গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, ১.৫ মিটার পর্যন্ত মাটি খুঁড়লে সেটা আর খনিশিল্পের মধ্যে পড়বে না । অর্থাৎ সেক্ষেত্রে পরিবেশ ছাড়পত্র জরুরি নয় ।

ইঁটভাটাগুলি সচরাচর কৃষিজমির উপরিভাগের মাটিকেই ব্যবহার করে থাকে । সাম্প্রতিক এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের কৃষি ভবিষ্যতের উপর এক ভয়াবহ আঘাত আসতে চলেছে কেননা জমির এই উপরের অংশটিই সর্বাপেক্ষা উর্বর এবং ফলনশীল হয়ে থাকে । কৃষিপণ্যের পরিমাণ এবং উৎকর্ষতা নির্ভর করে মূলতঃ এই অংশের মাটির উপরেই ।

ইঁটভাটা এমনিতেই বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষণের সৃষ্টি করে । এখন পরিবেশ ছাড়পত্রের আর প্রয়োজন না থাকলে, অচিরেই এমন এক ভয়ংকর পরিস্থিতির তৈরি হবে যার ফলে ইঁটভাটাগুলির মালিকদের স্বার্থরক্ষা হবে ঠিকই কিন্তু বিসর্জিত হবে পরিবেশ রক্ষার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এবং একইসাথে অবহেলিত হবে সমগ্র রাজ্যের কৃষিপণ্য উৎপাদন ও রাজ্যের কৃষিজীবী মানুষের স্বার্থ ।

প্রশ্ন উঠতে পারে সমাজ জীবনে ইঁট-ও তো একটি প্রয়োজনীয় সম্পদ । আজকাল আধুনিক প্রযুক্তির দৌলতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৈরী হচ্ছে "ফ্লাই অ্যাশ ব্রিক" । তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত ছাই থেকে তৈরী হচ্ছে এই বিশেষ ধরনের ইঁট । সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত এই ছাই অতি দূষিত পদার্থ । বর্তমানে এই ছাই থেকে ইঁট তৈরী করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই কমিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে । কিন্তু সেই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ও পরিবেশবান্ধব পথে না হেঁটে রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রীসভা যে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিলেন তার ফল হবে মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী । এর ফলে ক্রমশঃ কৃষিপণ্য এবং খাদ্য উৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত হবে ।

রাজ্যের বর্তমান শাসকদল একসময়ে এই কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলন করেই ক্ষমতায় এসেছিলেন । আজ সেই তাঁরাই এমন একটি সিদ্ধান্ত নিলেন যার ফলে সেই কৃষিজীবী মানুষদের জীবন জীবিকাই বিপন্ন হতে বসেছে । আমরা মনে করি স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে এমন ভয়ংকর কোনো সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে কোনোদিন গ্রহণ করা হয়নি । এই দায় বর্তমান রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে ।

এমত অবস্থায় আমাদের হাতে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের রাস্তা নেয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই । আপনি আমাদের রাজ্যের মাননীয়া পরিবেশ মন্ত্রী । উপরোক্ত বিষয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণের বিষয়ে আমরা আপনাকে অবহিত করলাম । আমরা আশা করবো আপনি সত্তর এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে রাজ্যকে এই ভয়ংকর বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করবেন ।

অবিলম্বে কোনোরকম সদর্থক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যদি সরকারের তরফে গড়িমসি দেখা যায় তাহলে গোটা রাজ্য জুড়ে কৃষিজমি এক ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়বে । গোটা রাজ্য জুড়ে শুরু হবে মাটির দহন, মৃত্তিকার মৃত্যু ।

আমরা সর্বতোভাবে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছি । প্রয়োজনে, আমাদের পক্ষ থেকে আইনি পদক্ষেপ ছাড়াও সর্বস্তরে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে । এরই অঙ্গ হিসেবে আগামী ২রা অক্টোবর ২০২১ দুপুর তিনটের সময়ে এই বিষয়ে একটি নাগরিক কনভেনশনের আহ্বান করা হয়েছে । এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে সকল সংবেদনশীল মানুষ এবং সংগঠনকে আমরা আমাদের পাশে চাইছি ।

সবশেষে, আমরা আরও একবার আপনার কাছে আমাদের এই বিনীত আবেদন রাখলাম যে অনতিবিলম্বে আপনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করে এই ভয়ংকর সংকট থেকে রাজ্যের কৃষিজমি তথা রাজ্যবাসীকে রক্ষা করুন।

ধন্যবাদান্তে,

বিনীত

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি, পরিবেশ আকাদেমি, বড়বাজার, চন্দননগর - ৭১২১৩৬
ফোন : 8420762517
ই মেল : biswajit.envlaw@gmail.com

শংকর কুশারী
সম্পাদক, পরিবেশ আকাদেমি, বড়বাজার, চন্দননগর - ৭১২১৩৬
ফোন : 9433810055
এ মেল : eskusari@gmail.com

চন্দননগর, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১